যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখ ঃ ১৫-১১-২০২০ (পৃঃ ১৬,১১)

# দু'শর বেশি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবক যে কৃষক

**তানজিমুল হক,** *রাজশাহী*

রাজশাহীর তানোর পৌর এলাকার গোল্লাপাড়া মহল্লার কৃষক নূর মোহাম্মদ। রাজশাহী অঞ্চলে তিনি একজন আদর্শ কৃষক হিসেবে পরিচিত। কৃষিতে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন স্বর্ণপদকসহ একাধিক জাতীয় পুরস্কার। চলতি রোপা আমন মৌসুমে বিলকুমারী বিল সংলগ্ন গোল্লাপাড়ায় এক একর জমিতে ৭৪ জাতের ধান রোপণ করেছেন তিনি। তার উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধানের সংখ্যা দুশ'র বেশি। এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় তিনশ' জাতের ধানের বীজ তিনি সংরক্ষণে রেখেছেন।

কৃষক নূর মোহাম্মদ

**পেয়েছেন স্বর্ণপদকসহ একাধিক জাতীয় পুরস্কার**

কৃষক নূর মোহাম্মদের জমিতে শোভা পাচ্ছে ছোট ছোট অনেক সাইনবোর্ড। শুরুতেই যে কেউ দেখলে ভাববেন এটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের প্রদর্শনী প্লট। প্রান্তিক এই কৃষকের নিজস্ব ধান গবেষণা ক্ষেত এটি। লাল, বেগুনি, সোনালি, সবুজ, খয়েরি ও সাদাগুটিসহ নানা প্রকার ধানে ভরপুর এ ক্ষেত।

কৃষক বাবার হাত ধরেই কৃষিতে হাতেখড়ি নূর মোহাম্মদের। এরপর দীর্ঘ গবেষণার পথ পাড়ি দিয়ে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে একের পর এক বিভিন্ন জাতের নতুন ধান উদ্ভাবন করেছেন তিনি। এখনও অব্যাহত তার এ গবেষণা। প্রতি বছরই তিনি উদ্ভাবন করছেন নতুন ধানের বীজ।

চলতি বছরও একটি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন নূর মোহাম্মদ। তার উদ্ভাবিত ধান খরাসহিষ্ণু। নতুন জাতের এ ধানের নাম দিয়েছেন এনএমকেপি-১০৫ (নূর মোহাম্মদ কৃষি পরিষেবা)। বোরো মৌসুমে এই ধান বপন করা যাবে। এ জাতের ধান একশ' ৩০ দিনের মধ্যেই কাটা যাবে। দেশের প্রচলিত বোরো ধান বপন থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত সময় লাগে ১৪০ দিন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

# দু'শর বেশি নতুন জাতের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(ব্রি) ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার নূর মোহাম্মদের ক্ষেত পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি বলেন, প্রান্তিক কৃষক নূর মোহাম্মদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো সনদ নেই। কিন্তু তার রয়েছে ধান নিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা। স্বশিক্ষিত এই বিজ্ঞানীর কাজ আমলে নিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা। সঙ্করায়ণ করে একের পর এক নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন এই প্রান্তিক কৃষক। তার উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধানের জাত স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। এলাকার কৃষকরা বলছেন, নূর মোহাম্মদ দীর্ঘদিন থেকেই ধান নিয়ে গবেষণা করছেন। তার উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান তিনি এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন অনেক কৃষক তা আবাদ করছেন। দরিদ্র এই আদর্শ কৃষক তার নিজের মাটির বাড়িকে বানিয়ে ফেলেছেন বিলুপ্তপ্রায় ধান বীজের গবেষণাগার। কৃষক নূর মোহাম্মদ যুগান্তরকে বলেন, কৃষকরা যাতে কম খরচে এবং স্বল্প সময়ে অধিক ফসল ঘরে তুলতে পারেন সেজন্য নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করছি। ইতোমধ্যে অনেক কৃষক তার উদ্ভাবিত ধান চাষ করে উপকৃত হয়েছেন বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (বিএডিসি) রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম পরিচালক দোলোয়ার হোসেন বলেন, ধান বীজ গবেষক নূর মোহাম্মদ দেশের সম্পদ ও গর্ব। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জাতের ধান নিয়ে তিনি কাজ করছেন। কৃষি বিভাগ সব সময়ই নূর মোহাম্মদকে সব ধরনের সহযোগিতা করছে। তার প্লট ধান বিজ্ঞানীদের পরিদর্শন করানো হয়েছে। আশা করছি এ প্রান্তিক কৃষকের মাধ্যমে হারানো অনেক দেশি জাতের ধান ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 15-11-2020 (Page:10)

# Farmers urged to cultivate BRRI Dhan-72

**GAIBANDHA:** Agri experts at a function here have urged the farmers to cultivate climate resilient BRRI Dhan-72 on their land to changed climate condition aimed at getting desired output to achieve the country's sustainable food security, reports BSS.

"As our country has been experiencing an abnormal climate change in recent years due to geographical setting creating a grave concern to agriculture, food, human health, livelihood, soil, environment and bio diversity, there are no alternative to proper strategies and technologies to farm crops coping with climate change", they said.

The agri experts made the comments while addressing a function on sample crop cutting of BRRI Dhan-72 at south Quazibari Santola village under Bongram union of Sadullapur upazila in the district recently.

Upazila agriculture office arranged the sample crop cutting function for the farmers under the project of Rice, Wheat and Jute Seed Production by farmers' level through Modern Technology of the Department of Agriculture Extension (DAE) under the Ministry of Agriculture.

Upazila agriculture officer (UAO) agriculturist Md. Khajanur Rahman addressed the function as the chief guest and upazila agriculture extension officer agriculturist Mahabubul Alam Basunia was present at the event as the special guest.

Sub assistant agriculture officer of the block Abu Bakar Siddique and farmer Md. Emdadul Haque Bakshi spoke at the function, among others.

The speakers underscored the need for farming climate resilient BRRI Dhan-72 on large scale in coming season to get desired output.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ১৪-১১-২০২০ (পৃঃ ১২, ১১)

# এক একর খেতে ৭৪ জাতের ধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

এক একর জায়গা। শোভা পাচ্ছে ছোট ছোট সাইন বোর্ড। তাতে লেখা ধানের জাতের নাম। এক একর জায়গাতেই রোপণ করা হয়েছে ৭৪ জাতের ধান। রাজশাহীর তানোর উপজেলার গোল্লাপাড়ার নূর মোহাম্মদ এই ধান চাষ করেছেন। এলাকায় তিনি আদর্শ কৃষক হিসেবে পরিচিত। মানুষের মুখে মুখে নানা জাতের ধান চাষে তার সফলতার গল্প।

সরেজমিনে দেখা যায়, সেখানে লাল, বেগুনি, সোনালী, সবুজ, খয়েরি, সাদাগুটিসহ নানা জাতের ধানে ভরপুর পুরো খেত। শুরুতেই যে কেউ দেখলে ভাববেন, এটি বিজ্ঞানীদের কোনো প্রদর্শনী প্লট। কিন্তু না, এটি গ্রামের প্রান্তিক কৃষক নূর মোহাম্মদের নিজস্ব ধান গবেষণা প্রদর্শনী প্লট। তিনি সঙ্করায়ণ করে বিভিন্ন প্রজাতির একের পর এক নতুন ধান উদ্ভাবন করছেন।

নূর মোহাম্মদ তার নতুন জাতের ধানের উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদকসহ পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার তার খেত পরিদর্শন করে বলেন, 'সঙ্করায়ণ করে একের পর এক নতুন ধান উদ্ভাবনে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন প্রান্তিক কৃষক নূর মোহাম্মদ। তার উদ্ভাবিত এই ধান, জাত হিসেবে স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছে।'

কৃষক নূর মোহাম্মদ বলেন, চলতি রোপা আমন মৌসুমে এক একর জমিতে ৭৪ জাতের ধান সঙ্করায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করছেন। এর মধ্যে নতুন প্রজাতির এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

## এক একর খেতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সবগুলো ধানই পাক ধরেছে, এর মধ্যে কিছু ধান কাটা হয়েছে। বাকিগুলোও প্রদর্শনের পর কাটা হবে। ধানের নম্বর প্লেট দেওয়া হয়েছে। খেতের এসব ধান কৃষি কর্মকর্তারা দেখে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করবেন কোনো কোনো জাতকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তানোর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শামিমুল ইসলাম বলেন, স্বশিক্ষিত এই ধান গবেষক নূর মোহাম্মদ দেশের সম্পদ ও গর্ব। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রজাতির ধান নিয়ে নিজে থেকেই কাজ করছেন। কৃষি অফিস সব সময়ই নূর মোহাম্মদকে সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। তিনি আরও বলেন, তার প্লট ধান বিজ্ঞানীদের পরিদর্শন করানো হয়েছে। অন্য বিজ্ঞানীরাও তার প্লট পরিদর্শনে আসার কথা আছে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 14-11-2020 (Page: 10)

Some farmers are busy harvesting Aman paddy at a field in Dewly village under Damurhuda Upazila of Chuadanga district. The district witnesses bumper production of the crop this year. The photo was taken on Friday. — PBA PHOTO

# Farmers urged to cultivate BRRI Dhan-72

**GAIBANDHA:** Agri experts at a function here have urged the farmers to cultivate climate resilient BRRI Dhan-72 on their land to changed climate condition aimed at getting desired output to achieve the country's sustainable food security, reports BSS.

"As our country has been experiencing an abnormal climate change in recent years due to geographical setting creating a grave concern to agriculture, food, human health, livelihood, soil, environment and bio diversity, there are no alternative to proper strategies and technologies to farm crops coping with climate change", they said.

The agri experts made the comments while addressing a function on sample crop cutting of BRRI Dhan-72 at south Quazibari Santola village under Bongram union of Sadullapur upazila in the district on Tuesday.

Upazila agriculture office arranged the sample crop cutting function for the farmers under the project of Rice, Wheat and Jute Seed Production by farmers' level through Modern Technology of the Department of Agriculture Extension (DAE) under the Ministry of Agriculture.

Upazila agriculture officer (UAO) agriculturist Md. Khajanur Rahman addressed the function as the chief guest and upazila agriculture extension officer agriculturist Mahabubul Alam Basunia was present at the event as the special guest.

Sub assistant agriculture officer of the block Abu Bakar Siddique and farmer Md. Emdadul Haque Bakshi spoke at the function, among others.